Bhatter college ,Dantan

Department of History

Teacher name: Priyaranjan Patra

Class :2nd sem (general)

paper: DSC-1B (CC-2) Medieval India

Note: Razia,balban

Scanned with CamSc

7) রাজিয়ার পতনের কারন আলোচনা কর।

উঃ-> সুলতানি যুগের ইতিহাসে যে সমস্ত দাস বংশীয় সুলতান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী শাসক ইলতুতমিসের কন্যা রাজিয়া (১২৩৬-৪০) খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র নারী, যিনি দিল্লির সিংহাসনে বসে শাসনকার্যের সমস্ত ক্ষমতাকে নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেন, তা সত্ত্বেও আমীর ওমরাহগণ (চল্লিশচক্রের অভিজাতরা) সুলতানি যুগের পুরুষ শাসিত সমাজে নারী শাসনের কর্তৃত্বাধিন মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে বহু কম সময়ের অভ্যন্তরীন ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত হয়ে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত এবং নিজ ভ্রাতার পরামর্শে নিহত হয়।

তার শাসনকার্যে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করলেও তার সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে বেশ কিছু কারন বিদ্যমান ছিল। কারনগুলি হল —

(1) রাজিয়া সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন।

(2) তিনি উচ্চপদে তুর্কি আমীরদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করার জন্য বেশ কিছু অতুর্কিকে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

(3) তিনি পর্দা প্রথা মানতেন না।

(4) মধ্যযুগীয় পরিবেশে নারীর অধীনত্ব মানতে আমীর ওমরাহরা প্রস্তুত ছিলেন না। তাই শেষপর্যন্ত তাদের ষড়যন্ত্রে রাজিয়া ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

তুর্কি আমীররা রাজিয়াকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র শুরু করলে তাকে নেতৃত্ব দেন রাজপুরীর প্রধান আইতেগীন, এছাড়া ও আলতুনিয়া, কবীর খান প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝেছিলেন যে, দিল্লির সমস্ত জনগন রাজিয়ার পক্ষে, তাতেই তারা দিল্লির বিরুদ্ধে কোন ~~[illegible]~~ বিদ্রোহে সফল হবে না। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজিয়া কবীর খাঁর লাহোরের বিদ্রোহ দমন করে দিল্লি ফিরে আসেন। ঠিক তারপর ভাতিন্ডার ~~দিকে আক্রমনের জন্য ভাতি~~ শাসনকর্তা আলতুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে তিনি ইয়াকুত সহ ভাতিন্ডার দিকে অগ্রসর হন। ভাতিন্ডার দুর্গ আক্রমনের সময় রাজিয়া আলতুনিয়ার হাতে বন্দি হন (১২৪০ খ্রিস্টাব্দে) এবং তার অনুচর ইয়াকুৎকে হত্যা করা হয়। ইলতুতমিসের তৃতীয় ~~কন্যা~~ পুত্র বাহরাম শাহ ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং এই সময় ষড়যন্ত্রকারীরা স্বেচ্ছামতো রাজপদ নিজেরাই ভাগ করে নেন। তবে আলতুনিয়া

আকাঙ্ক্ষানুরূপ পদ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাজিয়াকে মুক্তি করেন এবং বিবাহ করে দিল্লির দিকে অগ্রসর হন। বাহরাম শাহের হাতে থেকে তারা নিহত হন (১২৪০ খ্রিস্টাব্দে)।

(12) দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষায় বলবনের অবদান লেখ, অথবা কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বলবন কি কি পদক্ষেপ নেন? এই ব্যবস্থার একটি সমূহ আলোচনা কর,

উঃ → • ভূমিকা :→ আদিপর্বের সুলতানদের মধ্যে গিয়াসুদ্দিন বলবন ছিলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করে তিনি ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা দিল্লির সুলতানপদে উন্নীত হয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহন করে তার প্রধান কাজ হয় দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব করন। দিল্লি সুলতানির যে চারাগাছটি ইলতুৎমিস পুঁতে ছিলেন এবং তাকে সযত্নে লালিত পালিত করেছিলেন, সেই চারাগাছটিকে মহীরুহে পরিনত করার জন্য সব ব্যবস্থা বলবন গ্রহন করেছিলেন। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ তাঁকে সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংহতি ও স্থায়িত্বদানকারী বলে বর্ননা করেছেন, আদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে দিল্লির দাস সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে,

সাম্রাজ্যের সংহতি সাধন/কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্তনের জন্য বলবন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহন করেন

• সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করন নীতি :→ সিংহাসন দখল করার পর বলবন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার দূর করেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক বলবন নতুন নতুন রাজ্য দখল করার পরিবর্তে তৎকালীন সুলতানি সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করনকেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, ঐতিহাসিক নিজামী লিখেছেন — "Though every inch an imperialist, he prefered to adopt a policy of Consolidation."

• রাজতান্ত্রিক আদর্শ :→ সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রথমে বলবন রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার ব্যবস্থা করেন, তার মতে রাজার ক্ষমতার উৎস হল ঈশ্বর, অভিজাত বা জনগন নয়, তিনি বুঝেছিলেন যে, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রই একমাত্র প্রজাবর্গের আনুগত্য লাভ ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে, এই ধারনায় বশবর্তী হয়ে তিনি রাজসভায় 'সিজদা' (নতজানু হয়ে প্রনাম) এবং 'পাইবস' (সিংহাসনের পাদচুম্বন করা) রীতির প্রবর্তন করেন, (i) রাজসভায় মদ্যপান ও নৃত্যগীত নিষিদ্ধ করেন (ii) অভিজাতদের বিশেষ পোষাকের ব্যবস্থা করেন প্রভৃতি রীতি নীতি প্রবর্তন করেন,

• অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমন :→ রক্ত ও লৌহ (Blood and Iron) নীতির দ্বারা তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীন বিদ্রোহগুলি দমন করেন, দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'মেওয়াটী দস্যুরা' লুটতরাজ চালাত, বলবন বনজঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্গ নির্মান করে এবং পুলিশচৌকি স্থাপন করে তিনি দস্যুদের দমন করেন, এরপর বলবন গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে এবং দোয়

ও অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানে তৎপর হন, তিনি রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ দমন করেন এবং ঐ অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে পার্বত্য উপজাতিদের দমন করেন।

• বাংলার বিদ্রোহ দমন :→ বলবনের বার্ধক্য ও মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগে বাংলাদেশের শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বলবন এই বিদ্রোহী তুঘ্রিলকে পরাজিত করে হত্যা করেন, বরনীর মতে, বিদ্রোহীদের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্য তিনি তুঘ্রিলের পুত্র, জামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অনুগামী সকলকে লক্ষ্ণৌতীর (বাংলার রাজধানী) প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করেন, বলবন তাঁর পুত্র বখরা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন।

চল্লিশচক্রের বিনাশ :→ তুর্কি সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের লক্ষ্যে বলবন চল্লিশ দলের বিনাশ সাধন করেন, ইলতুতমিসের রাজত্বকালে গঠিত এই গোষ্ঠী ইলতুতমিসের পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে, সম্রাটের ~~ক্ষমতাকে~~ ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে তারাই প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতে উদ্যত হয়, বলবন ক্ষমতা ভোগের এই মধুচক্র ভেঙে দেন, শের খাঁ, আমিন খাঁ, হায়বৎ খাঁ প্রমুখদের হত্যা কিংবা মর্যাদা হানি করে বলবন অভিজাতদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে দমন করেন,

গুপ্তচরদের নিয়োগ :→ সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের জন্য বলবন সারা রাজ্যময় গুপ্তচর ব্যবস্থার জাল বিস্তার করেন, 'বারিদ' নামে পরিচিত এই গুপ্তচর বাহিনীতে বুদ্ধিমান, সৎ, দায়িত্ববান ও মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হত। লেনপুল লিখেছেন — "বলবনের রাজ্যে এমন কিছুই ছিল না যার খবর বারিদরা রাখত না,"

সামরিক বাহিনীর সুদৃঢ়করণ :→ বিচক্ষণ বলবন উপলব্ধি করেন যে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুদক্ষ সেনাবাহিনীর উপর, তাই তিনি সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করেন, কুতুবউদ্দিন ও ইলতুতমিসের আমলে সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে জমি জায়গীর দেওয়া হত, এই প্রথার কুফল লক্ষ্য করে বলবন প্রবর্তন জায়গীর প্রথা বাতিল করে দেন। তিনি সেনাদের বেতন এবং বৃদ্ধ ও অক্ষম কর্মচারীদের পেনশন দানের ব্যবস্থা করেন, তিনি পদাতিক এবং

অশ্বারোহী বাহিনী নতুন করে পুনর্গঠন করেন। সেনাবাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি নিয়মিত অনুশীলনের উপর জোর দেন,

মোঙ্গল আক্রমন রোধ:→ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আগত মোঙ্গলদের আক্রমন থেকে সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করার জন্য বলবন শক্তি প্রয়োগ ও কূটকৌশল এই দ্বিবিধ নীতি গ্রহন করেন,

i) তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বহু দুর্গ স্থাপন করে সেখানে অভিজ্ঞ আফগান সেনা মোতায়েন করেন,

ii) তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্তকে দু-ভাগে ভাগ করে তার দুই পুত্রের হাতে দায়িত্ব তুলে দেন,

iii) রাজধানীতে এক সুদক্ষ সেনাদল স্থাপন করেন এবং নিজে সমগ্র পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন,

iv) কূটকৌশলী নীতি হিসেবে তিনি ইরানের মোঙ্গল শাসক হুলাকুর দরবারে দূত প্রেরন করেন এবং হুলাকু প্রেরিত দূতকে সসম্মানে দিল্লির রাজসভায় গ্রহন করেন,

1279 খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমনকে তার দুই পুত্র প্রতিরোধ করেন, কিন্তু 1286 খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমন প্রতিরোধ করতে গিয়ে যুবরাজ মহম্মদ নিহত হন, এই শোকে 1287 খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যু হয়,

উপসংহার:→ উপরিউক্ত আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে, বলবনের মধ্যে দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার সমন্বয় ঘটেছিল, রাজতন্ত্রকে তার প্রকৃত মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা বলবনের অমরকীর্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলিকে সুলতানির বশীভূত করার সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহন করে বলবন আইবক ও ইলতুতমিসের অসমাপ্ত কাজকে পূর্নতা এনে দেন, ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে —

'All things Considered, Balbon was a most remarkable rulers who establishing Social order, paved the way for the military and administrative reforms of Alaudin Khalzi.' অর্থাৎ সবকিছু বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অবিস্মরনীয় শাসক বলবন রাজ্যময় সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পথ সুগম করেছিলেন,

Scanned with CamSc

(40) বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ আলোচনা কর।
or,
রাজতন্ত্র সম্পর্কে বলবনের ধারনা আলোচনা কর।

ভূমিকা :→ নাসিরউদ্দিন মাহমুদের উত্তরসূরি গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন অন্যতম শাসক এবং ইতিহাসে রক্ত ও লৌহ নীতির প্রবর্তক। তার সুদীর্ঘ শাসনকালে একমাত্র ভিত্তি লক্ষ্য ছিল হিন্দুস্থানের নবোদ্ভূত কিন্তু তুর্কি রাজ্যের সুদৃঢ়ীকরন। এই লক্ষ্যের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে দিল্লী সুলতানের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি রাজশক্তি ও রাজমর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজতান্ত্রিক আদর্শ বা নরপতিত্বের আদর্শ গ্রহন করেন।

রাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহনের কারন :→ জিয়াউদ্দিন বরনী রচিত — ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলবন একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তুর্কি অভিজাতদের নিয়ে যে শাসকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তাকে মুছে ফেলতে না পারলে সুলতান তথা সুলতানি সাম্রাজ্যের বিকাশ সম্ভব নয়। তুর্কি অভিজাতদের স্বাধীনতা স্পৃহা দমন করার জন্য বলবন সর্বপ্রথম রাজতান্ত্রিক আদর্শের ব্যাপক ব্যাখ্যা করেন, কে. নিজামীর ভাষায় —— ' Balban is perhaps the only Sultan of Delhi, Who is reported to have discussed at length his ~~views~~ views about Kingship',

রাজার দেবত্ব :→ বলবন মনে করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তার মতে, সুলতানের ক্ষমতার উৎস মূল ঈশ্বর, তুর্কি অভিজাত বা জনসাধারনের সম্মতির উপর রাজতন্ত্র নির্ভরশীল নয়, রাজার ক্ষমতা ও উৎস সম্পর্কে তার মতাদর্শ ছিল —— ' The heart of the King is the Special repository of God's favour and in this he has no equal among mankind',

বাহ্যিক আড়ম্বর :→ বলবন সুলতানের বাহ্যিক আড়ম্বর ও মর্যাদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, তিনি সর্বদাই জনগন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন, রাজার দৈবিক

পারিক্রমায় তাঁর বিশ্বাস ছিল, উপযুক্ত রাজপোশাক পরিধান না করেও আনুষ্ঠানিক রাজকীয় জিনিসপত্র ব্যতিরেকে এবং উন্মুক্ত তরবারি হাতে সুসজ্জিত দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবৃত না হয়ে তিনি কখনো জনসমক্ষে / দরবারে বেরোতেন না,

<u>পারসিক আদবকায়দা</u> :→ বলবনের মতে, স্বেচ্ছাচারী রাজতান্ত্রিক ক্ষমতাই রাজ্যের সংহতির একমাত্র উৎস। এই কারণে বলবন তাঁর দরবারে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় পারসিক আদব কায়দার প্রবর্তন করেন। এগুলি হল — 'সিজদা' অর্থাৎ সিংহাসনের সামনে নতজানু হওয়া, 'পাইবস' অর্থাৎ সিংহাসনের পদচুম্বন করা ইত্যাদি, তিনি রাজসভায় মদ্যপান ও নৃত্যগীত নিষিদ্ধ করেন। রাজদরবারে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল, কর্মচারীদের জন্য বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা করেন,

বলবন মানুষের বংশগত ব্যাপারে উচ্চনীচ ভেদাভেদ মেনে চলতেন, জিয়াউদ্দিন বরনীর ~~লেখায়~~ রচনায় নীচ বংশোদ্ভূত মানুষ সম্পর্কে বলবনের উক্তি পাওয়া যায়, বলবন বলেছেন—

'When I look at a low born person, every artery and vain in my body begins to agited',

অর্থাৎ, যখনই আমি নীচ বংশোদ্ভূত মানুষ দেখি, তখন রাগে আমার প্রতিটি শিরা ধমনী জ্বলতে শুরু করে,

<u>চল্লিশচক্রের দমন</u> :→ বলবন শুধু সিংহাসনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেননি, তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুর্কি আমীরদের ও অভিজাতদের কঠোর হস্তে দমন করেন, ইলতুতমিসের আমলে গঠিত চল্লিশচক্রের বিলুপ্ত ঘটান,

<u>রাজপ্রাসাদের মহিমা রক্ষা</u>: রাজধানী — দিল্লীকে তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে সাজিয়ে তার রাজপদের মহিমাকে তিনি প্রচার করে গেছেন, রাতের বেলায় প্রাসাদের চূড়ায় মশাল জ্বালানোর ব্যবস্থা করেন, দরবারে সোনা রুপা ইত্যাদি দামী আসবাবপত্র সাজিয়ে রেখে জনগণের সামনে নিজ রাজ ঐশ্বর্য তুলে ধরেছিলেন,

<u>উপসংহার</u> :→ অবশেষে বলবন রাজশক্তিকে এক সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত করেছিলেন, বলবন তার সার্বভৌমত্ব স্বর্গীয় রূপ এনেছিলেন সম্রাটের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রকে

Scanned with CamSc

অতি উচ্চস্তরে নিয়ে যান। উল্লেখ্য তাঁর এই কাজের পেছনে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল তিনি তার স্বৈরতন্ত্রকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র দিতে পারেননি, স্বৈরতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য তিনি কৃত্রিম আড়ম্বর ও রক্তক্ষয়ী নীতি প্রয়োগ করেছিলেন, রাজার দৈবস্বত্বের কথা প্রচার করে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

Scanned with CamSc

খলজি বংশ ও তুঘলক বংশ
(The Khalji and Tughluq Rulers)

১। **'খলজি বিপ্লব' বলতে কী বোঝায় (খলজিরা কীভাবে ক্ষমতা দখল করে)?**

উঃ দিল্লির 'হিন্দুস্তানি' অভিজাত গোষ্ঠীর নেতা ও সাম্রাজ্যের সেনাবিভাগের (আরজ্-ই-মামালিক) প্রধান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে শিশু সুলতান কায়ুমার্সকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। ইতিহাসে খলজিদের এই ক্ষমতা দখলকে 'খলজি বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। **'খলজি বিপ্লব'-এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব কী (খলজিদের ক্ষমতা দখলকে 'বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করা হয় কেন)?**

উঃ খলজি বিপ্লবের ফলে (১) তথাকথিত দাস বংশ ও তুর্কি একাধিপত্যের অবসান ঘটে ; (২) খলজিদের নেতৃত্বে 'হিন্দুস্তানি' মুসলমানরা ক্ষমতায় আসে ; (৩) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বংশকৌলীন্য বা 'নীলরক্ত' আবশ্যিক নয়—একথা প্রমাণিত হয় ; (৪) সুলতানি রাজনীতিতে উলেমাদের কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং (৫) খলজিদের আমলে সাম্রাজ্যবিস্তারের উজ্জ্বল ধারার সূচনা হয়। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্য খলজিদের ক্ষমতা দখলকে 'বিপ্লব' বলা হয়েছে।

Scanned with CamSc

৩। 'নবমুসলমান' কাদের বলা হয়?

উঃ ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হলাকুর পৌত্র আবদুল্লার নেতৃত্বে প্রায় এক লক্ষ মোঙ্গল দিল্লি আক্রমণ করে। সুলতান জালালউদ্দিন খলজি তাদের পরাজিত করেন। বহু মোঙ্গল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং সুলতানের অনুমতি নিয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে বসবাস শুরু করে। এরা 'নবমুসলমান' নামে পরিচিত।

৪। কে, কেন 'নবমুসলমানদের' হত্যা করেন?

উঃ নবমুসলমানরা সরকারি উচ্চপদ ও মর্যাদা লাভের আশা পোষণ করত। কিন্তু তাদের প্রতি সন্দেহবশত সুলতান তাদের আশা পূরণ করেননি। ক্রুদ্ধ ও হতাশ নবমুসলমানরা বিদ্রোহ করে। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজি প্রায় ত্রিশ হাজার নবমুসলমানকে হত্যা করে তাদের বিদ্রোহ স্তব্ধ করে দেন।

৫। সিদি মৌলার ঘটনাটি কী?

উঃ সিদি মৌলা নামে জনৈক প্রভাবশালী ফকির বলবনের সময় থেকে দিল্লিতে বাস করতেন। সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিদি মৌলা সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র করছেন—এরকম এক সন্দেহের ভিত্তিতে সুলতান তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। এই অনৈতিক ঘটনার পরেই দিল্লিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বলে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনির লেখা থেকে জানা যায়।

৬। আলাউদ্দিন খলজির প্রকৃত নাম কী? তিনি কীভাবে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন?

উঃ আলাউদ্দিন খলজির প্রকৃত নাম আলি গুরশাস্প। তিনি জালালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র। আলাউদ্দিন ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে দেবগিরি জয় করে কারায় প্রত্যাবর্তন করার পর সুলতান জালালউদ্দিন সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। আলাউদ্দিনের পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তাঁর অনুচররা সুলতানকে হত্যা করে।

৭। আলাউদ্দিন খলজির রাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উঃ আলাউদ্দিন খলজির রাজকীয় আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : (১) তিনি বলবনের মতোই রাজার দৈবস্বত্ব ও সীমাহীন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন ; (২) তাঁর কাছে রাজা ও প্রজার সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ; (৩) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন ও উলেমা শ্রেণীর প্রভাব হ্রাস করেছিলেন এবং (৪) রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যা করা উচিত বলে মনে করতেন, তা শরিয়ত-বিরোধী হলেও করতেন। এইভাবে তাঁর রাজাদর্শের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কিছুটা প্রতিফলিত হয়।

৮। আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণের কারণ কী?

উঃ আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণের প্রধান কারণ হল : (১) সাম্রাজ্য বিস্তারের

Scanned with CamSc

মাধ্যমে বিশ্ববিজেতা (সিকন্দর-ই-সানি) হবার স্বপ্ন ; (২) উত্তর ভারতে দিল্লি সুলতানির সম্প্রসারণ ও তার নিরাপত্তা রক্ষা; (৩) গুজরাট ও মালব জয় করে পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা এবং (৪) ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা।

৯। আলাউদ্দিন খলজি কবে ও কেন গুজরাট জয় করেন? তখন গুজরাটের রাজা কে ছিলেন?

উঃ আলাউদ্দিন ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট জয় করেন।

গুজরাট ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। এখানকার কৃষিক্ষেত্র ছিল উর্বর। পশ্চিম উপকূল দিয়ে পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। তাই গুজরাটের অপরিমিত সম্পদ হস্তগত করা ও উপকূলীয় বাণিজ্যের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করেন।

তখন গুজরাটের রাজা ছিলেন বাঘেলা বংশীয় কর্ণদেব।

১০। আলাউদ্দিন কবে রণথম্ভোর জয় করেন? তখন রণথম্ভোরের শাসক কে ছিলেন?

উঃ আলাউদ্দিন ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে রণথম্ভোর জয় করেন।

তখন রণথম্ভোরের রানা ছিলেন বীর হামিরদেব।

১১। আলাউদ্দিন কবে চিতোর জয় করেন? চিতোরের নতুন নামকরণ কী করা হয়?

উঃ আলাউদ্দিন ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে রানা রতন সিংহকে পরাজিত ও নিহত করে চিতোর জয় করেন।

চিতোরের নতুন নামকরণ করা হয় খিজিরাবাদ।

১২। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কী?

উঃ কথিত আছে যে, চিতোরের রানা রতন সিংহের পরমাসুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করার জন্যই আলাউদ্দিন খলজি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে মেবার আক্রমণ করেছিলেন। এই কাহিনি প্রথম মালিক মহম্মদ জৈসির *পদ্মাবৎ* কাব্যে বর্ণিত হয়। পরবর্তীকালে ফিরিস্তা, আবুল ফজল প্রমুখের রচনায় এই ঘটনা পল্লবিত হয়েছে। এই ঘটনাই 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামে পরিচিত।

১৩। 'জহর ব্রত' কী?

উঃ আলাউদ্দিন খলজি মেবার আক্রমণ করলে রাজপুতরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেও পরাজিত হয়। চিতোর দুর্গের রাজপুত রমণীরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে আত্মবিসর্জন দেন। আত্মসম্মান রক্ষার এই প্রথা 'জহর ব্রত' নামে পরিচিত।

Scanned with CamSc

১৪। আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

উঃ আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঃ (১) দক্ষিণ ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো এবং (২) দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত অপরিমিত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা।

১৫। আলাউদ্দিন খলজি দক্ষিণ ভারতের কোন্ কোন্ রাজাদের পরাজিত করেন?

উঃ আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের (১) দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেব, (২) বরঙ্গল-এর কাকতীয় বংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র, (৩) দ্বারসমুদ্রের হোয়সল বংশীয় রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল এবং (৪) সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজ্যের (বীর পাণ্ড্য ও সুন্দর পাণ্ড্য) রাজাদের পরাজিত করেন।

১৬। সুলতান আলাউদ্দিন কবে এবং কেন দেবগিরি জয় করেন?

উঃ আলাউদ্দিন ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে দেবগিরি জয় করেন।

দেবগিরি আক্রমণের প্রধান কারণ ছিল দুটি ঃ (১) দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব সুলতানকে কর দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং (২) রামচন্দ্রদেব গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণদেব ও তাঁর কন্যা দেবলাদেবীকে আশ্রয় দান করেন।

১৭। আলাউদ্দিন খলজির উত্তর ভারত জয় ও দক্ষিণ ভারত জয়ের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কী ছিল?

উঃ আলাউদ্দিন উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি জয় করে সেগুলি সরাসরি দিল্লি সুলতানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি জয় করে সেগুলিকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন, প্রত্যক্ষ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

১৮। আলাউদ্দিন খলজি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনেননি কেন?

উঃ আলাউদ্দিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, (১) দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ; (২) হিন্দু রাজাদের নিরন্তর বিরোধিতা এবং (৩) দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দূরত্বের কারণে সেখানে সুলতানি শাসন বজায় রাখা খুবই কঠিন। তাই আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনেননি।

১৯। মালিক কাফুর কে?

উঃ মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতি। গুজরাট অভিযানের সময় আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে ক্রীতদাস হিসাবে সংগ্রহ করেন। দক্ষিণ ভারত জয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন মালিক কাফুর। সুলতানের বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে কাফুর কিছুকালের জন্য সর্বাত্মক রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

Scanned with CamSc

২০। আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্যবাদী নীতির গুরুত্ব কী ছিল?

উঃ আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে (১) ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়; (২) উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং (৩) ভারতীয় রাজনীতিতে দক্ষিণ ভারতের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

২১। আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (বাজার দর নিয়ন্ত্রণ) চালু করেছিলেন কেন?

উঃ আলাউদ্দিন (১) কম খরচে বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়নির্বাহ করা; (২) সেনাবাহিনীতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ভালো অশ্ব সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং (৩) দিল্লির নাগরিকদের ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়ে বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন।

২২। আলাউদ্দিন খলজির বাজার দর নিয়ন্ত্রণের কারণ সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বরনির অভিমতটি কী?

উঃ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনি অভিমত দিয়েছেন যে, সুলতান এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিপালন করতেন। সৈন্যরা যাতে স্বল্প বেতনে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তার জন্য সুলতান নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অশ্বের দাম নির্দিষ্ট করে দেন।

২৩। বাজার দর নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিন কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ বাজার দর নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিনের গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলি হল ঃ (১) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়; (২) কয়েকটি ন্যায্যমূল্যের বাজার স্থাপন করা হয়; (৩) শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে সরকারি গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়; (৪) সরকারি নথিভুক্ত বণিক ছাড়া পণ্যের কেনাবেচা নিষিদ্ধ হয়; (৫) দুর্ভিক্ষের সময় সরকারি গুদাম থেকে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য 'রেশনিং' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; (৬) আইন ভঙ্গকারী বণিকদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয় এবং (৭) এইসব বিষয় তদারক করার জন্য 'শাহানা-ই-মান্ডি' ও 'দিওয়ান-ই-রিয়াসৎ' নামে কর্মচারী নিযুক্ত হয়।

২৪। 'সেরা-ই-আদল' কী?

উঃ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য আলাউদ্দিন খলজি যে সব বাজার স্থাপন করেন, তার একটি হল 'সেরা-ই-আদল'। এই বাজারে বিশেষ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সামগ্রী—যেমন বস্ত্র, চিনি, ঘি, শুকনো ফল, জ্বালানি তেল, ওষুধপত্র প্রভৃতি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় হত।

Scanned with CamSc

২৫। 'দিওয়ান-ই-রিয়াসৎ' কী?

উঃ 'দিওয়ান-ই-রিয়াসৎ' হল সুলতান আলাউদ্দিন খলজি প্রতিষ্ঠিত বিশেষ বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান। দিল্লি বা দিল্লির বাইরে থেকে আগত বণিকদের 'দিওয়ান-ই-রিয়াসৎ'-এর দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করতে হত এবং ন্যায্যমূল্যের বাজারগুলিতে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিতে হত।

২৬। আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর তাঁর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়ে কেন?

উঃ আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও বলপ্রয়োগের ওপর দাঁড়িয়েছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর মতো দক্ষ শাসকের অভাবে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

২৭। আলাউদ্দিন খলজির অর্থনৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টার (ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা) উদ্দেশ্য কী ছিল?

উঃ আলাউদ্দিন খলজির অর্থনৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা; (২) প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করা এবং (৩) মুসলমান অভিজাতবর্গ ও হিন্দু ভূস্বামী সম্প্রদায়ের ধনসম্পদ ও প্রভাব হ্রাস করে বিদ্রোহের প্রবণতা দূর করা।

২৮। আলাউদ্দিন খলজির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো।

উঃ আলাউদ্দিনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ (১) মিল্‌ক, ইনাম, ওয়াকফ্ হিসাবে সাধারণ মুসলমান ও মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠী যে সব নিষ্কর জমি ভোগ করত, সুলতান তা বাজেয়াপ্ত করেন; (২) ব্যাপক জমি জরিপ ও উৎপন্ন শস্যের হিসাব প্রস্তুত করে রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন এবং (৩) রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেন।

২৯। আলাই দরওয়াজা কে কোথায় নির্মাণ করেন?

উঃ আলাই দরওয়াজা আলাউদ্দিন খলজি ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। দিল্লির কুতব মসজিদ সম্প্রসারিত করে আলাই দরওয়াজা নির্মিত হয়। এটি তুর্কি স্থাপত্যরীতির একটি অপূর্ব নিদর্শন।

৩০। আলাউদ্দিনের রাজসভা অলংকৃত করেছেন এমন দু'জন গুণী ব্যক্তির নাম লেখো।

উঃ ঐতিহাসিক ও কবি আমির খসরু (ভারতের তোতাপাখি) এবং কবি আমির হাসান (ভারতের সাদী) আলাউদ্দিনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

Scanned with CamSc